দৈনিক

4 JAN 2017

বাউফলে অর্ধশতাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন জরাজীর্ণ

■ বাউফল (পটুয়াখালী) সংবাদদাতা

নির্মাণ কাজে অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে বাউফল উপজেলায় স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল (এলজিইডি) বিভাগ নির্মিত অর্ধশতাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। এসব ভবনে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা ঝুঁকি নিয়ে লেখাপড়া করছে।

কাজে অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে বাউফল উপজেলায় স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল (এলজিইডি) বিভাগ নির্মিত অর্ধশতাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে

অভিযোগ রয়েছে, কাজের মান এতই নিম্নমানের যে নির্মাণের মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই বিদ্যালয়ের দেয়াল ও ছাদের আস্তর খসে পড়ছে। কলাম ফেটে লোহার রড বেড়িয়ে গেছে এবং অধিকাংশ বিদ্যালয়ের ছাদ চুইয়ে মেঝেতে পানি পড়ে। বিদ্যালয় ভবনগুলো নির্মিত হয়েছে পাঁচ-সাত বছর আগে।

সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অভিভাবকরা জানান, নির্মাণ কাজে নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার এবং সিডিউল মোতাবেক কাজ না করায় ভবনগুলো জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে। ফলে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে ক্লাস করায় বহু শিক্ষার্থী নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয় না এবং দিন দিন শিক্ষার্থী কমে যাচ্ছে।

৭২নং নাজিরপুর ছোট ডালিমা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি এতই জরাজীর্ণ যে বর্ষাকালে ওই স্কুলে ক্লাস করা যায় না। অধিকাংশ শিক্ষার্থী ক্লাসে অনুপস্থিত থাকে। ২৬নং আলকি উনাড্যান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ২০১২ সালে নির্মিত হয়। কিন্তু দুই বছর যেতে না যেতেই ছাদ চুইয়ে পানি পড়ে অফিস ও শ্রেণিকক্ষ তলিয়ে যায়। ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানান, সিডিউল মোতাবেক কাজ না করায় এবং নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করায় এ অবস্থা হয়েছে।

ওই অভিযোগ অস্বীকার করে উপজেলা প্রকৌশলী মো. জহিরুল ইসলাম বলেন, এ অঞ্চলের মাটিতে লবণাক্ততা বেশি থাকায় বিদ্যালয়ের ভবনগুলো দ্রুত জরাজীর্ণ হয়ে পড়ছে।